জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল
(National Integrity Strategy)

উপস্থাপনায় ঃ

ঢালী ইউসুফ আহমেদ

পরিচালক (চঃদাঃ), জনসংযোগ পরিদপ্তর

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি উদীয়মান, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের রাষ্ট্র। আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে "জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণের" প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। 'রূপকল্প-২০২১'-এ বাংলাদেশকে ক্ষুধা, বেকারত্ব ও দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য পূরণে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা তথা দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন অপরিহার্য। টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার প্রশাসনের সকল পর্যায়ে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের রূপকল্প (vision) এবং অভিলক্ষ্য (mission) নিম্নরূপ ঃ

- রূপকল্প (vision): সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা;
- অভিলক্ষ্য (mission): রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

সার্বিক বিচারে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে

(ক) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

- নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন
- জাতীয় সংসদ
- বিচার বিভাগ
- নির্বাচন কমিশন
- অ্যাটর্নি জেনারেল
- সরকারি কর্মকমিশন
- মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
- ন্যায়পাল
- দুর্নীতি দমন কমিশন
- স্থানীয় সরকার

(খ) অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

- রাজনৈতিক দল
- এনজিও ও সুশীল সমাজ
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- গণমাধ্যম
- বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান

শুদ্ধাচারের ধারণা

- শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষকে বোঝায়।
- ব্যক্তিপর্যায়ে এর অর্থ হল কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা তথা চরিত্রনিষ্ঠা।
- ব্যক্তির সমষ্টিতেই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- শুদ্ধাচারের বিষয়টি দুর্নীতি প্রতিরোধের ধারণা থেকে এসেছে।

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত উল্লেখযোগ্য আইন

- দুর্নীতি দমন কমিশন, ২০০৪ ;
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ ;
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ;
- ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ ;
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ ;
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ;
- মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ ;
- মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১২।

এ আইনগুলো দ্বারা দুর্নীতি করা কঠিন করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার প্রতিপালনে সরকারী দপ্তর/সংস্থার অন্যতম করণীয় বিষয়

- সকল প্রশিক্ষণ সিডিউলে শুদ্ধাচার বিষয়ক ক্লাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ;
- শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটির নিয়মিত সভার আয়োজন করতে হবে ;
- নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে ;
- সেবা দানকারী প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে সিটিজেন চার্টার ওয়েবসাইটসহ দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন ও তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ নিশ্চিতকরণ ;
- শুদ্ধাচার বিষয়ক সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে বলা হয়েছে ;
- গণশুনানির মাধ্যমে জনসাধারণের অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে ;
- সংস্থার ওয়েব সাইটে তথ্য আপডেট করতে হবে ;
- হট লাইন নম্বর চালু করতে হবে।
- গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সভা/সেমিনার আয়োজন, মাইকিং, পোষ্টার/লিফলেট বিতরণ করতে হবে ;

শুদ্ধাচার প্রতিপালনে সরকারী দপ্তর/সংস্থার অন্যতম করণীয় বিষয়

- পত্রিকায় সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ;
- নিয়মিত অধঃস্তন অফিস সমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং কার্যকরী মনিটরিং নিশ্চিতকরণ ;
- On-Line procurement (e-GP), (Electronic Government Procurement) চালু করতে হবে ;
- On-Line application for Consumer Connection প্রবর্তন করতে হবে ;
- পর্যায়ক্রমে On-Line bill collection (SMS Banking) কার্যকর করতে হবে;
- গ্রাহক সেবার মান যাচাই-এর জন্য E-VOTING MACHINE চালু করতে হবে ;
- সরাসরি দপ্তর প্রধানের সাথে সেবা প্রার্থীদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা সহজীকরণ ;
- ভাল কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ শুদ্ধাচার পুরস্কার অব্যাহত রাখতে হবে ;
- APA-Annual Performance Agreement-এ শুদ্ধাচারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ;

সূচক প্রতিপালনের জন্য নম্বর রাখা আছে যা অর্জনে ব্যর্থ হলে APA (KPI) বোনাস প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি হতে পারে।

শুদ্ধাচার প্রতিপালনে ব্যক্তি পর্যায়ে অনুশীলনীয় অন্যতম বিষয়গুলো হলো

- সময়মত অফিসে আসার অভ্যাস করা ;
- সকল কাজে Positive Attitude (দৃষ্টিভঙ্গি) থাকতে হবে ;
- পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াতে হবে ;
- তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শি হতে হবে ;
- উদ্ভাবনী কাজের চর্চা করতে হবে ;
- ই-ফাইল ব্যবহারে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে ;
- সততার নিদর্শন দেখাতে হবে এবং সততা লালন করতে হবে;
- শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে ;
- প্রতিষ্ঠানের বিধি-বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে ;
- সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হবে ;
- ছুটি গ্রহণের প্রবণতা পরিহার করতে হবে ;
- সেবা গ্রহিতার সঙ্গে উত্তম আচরণ করতে হবে ;
- দ্রুততম সময়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে হবে ;
- অভিযোগ নিষ্পত্তি করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করতে হবে ;
- স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ে সচেতন হতে হবে ;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে তৎপর হতে হবে ;
- কোন কাজের বিনিময়ে কোন উপহার/ উপঢৌকন গ্রহণ না করার মানসিকতা থাকতে হবে।

দপ্তর/পরিদপ্তরে করণীয়

- নিয়মিত স্টাফ সভার আয়োজন করে নৈতিকতা ও শুদ্ধাচারের মর্মার্থ সকলকে অবহিত করা এবং এ কাজে উদ্বুদ্ধ করা।
- দপ্তর প্রধানগণ শুদ্ধাচার প্রতিপালনে মনোযোগী হবেন। এ বিষয়ে নিজেকে অনুকরণীয় হিসেবে উপস্থাপন করবেন এবং দুর্নীতিমুক্ত রাখবেন।
- এভাবে দপ্তর/পরিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে শুদ্ধাচারে উদ্বুদ্ধ করে প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব।

পরিবারে শুদ্ধাচার

- মানুষের নৈতিক জীবন ও নৈতিকতার মূলভিত্তি হল পরিবার থেকে গড়ে উঠা মূল্যবোধ। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ যে নৈতিক মূল্যবোধ লালন ও অনুসরণ করে তার উৎস হচ্ছে পরিবার।
- প্রত্যেকটি পরিবারে নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দেয়া দরকার। কেননা পরিবারে নৈতিক শিক্ষা শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।
- প্রতিবেশীর সাথে সু-সম্পর্ক রাখতে হবে।
- প্রতিবেশীর অধিকার এর বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।

অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন থেকে বিরত থাকা

- আমাদেরকে অবশ্যই সকল অনিয়ম, ঘুষ গ্রহণ, স্বজনপ্রীতি, কাউকে অন্যায়ভাবে সুযোগ সুবিধা দান, কারো প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত থাকতে হবে- এগুলোও দুর্নীতি তথা শুদ্ধাচার পরিপন্থী।
- আমাদের আরো মনে রাখতে হবে- আমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা/কর্মচারী। আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।
- হারাম অর্থে গড়া সম্পদ এর জন্য শুধুমাত্র আমাকেই জবাবদিহি করতে হবে। এ জন্য আমার পরিবারের কোন সদস্য দায়ী হবেন না।
- আমাদের মনে রাখতে হবে-ফরজ আদায়ের পর হালাল পন্থায় উপার্জনও ফরজ।
- হালাল উপার্জন ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত।
- হারাম অর্থে গড়া রক্ত মাংসের শরীর এর দোয়া কবুল হয় না। এ দোয়া উপরের দিকে যায় না।
- মনে রাখতে হবে যে শরীরের রক্তে ও গোশতে অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থের সংমিশ্রণ ঘটেছে - এর দ্বারা যত ইবাদতই করা হোক তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা আল্লাহ পবিত্র; অপবিত্র কোন কিছুই তিনি গ্রহণ করেন না।

আচরণ

- শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় আচরণ সুন্দর হতে হবে।
- উর্ধ্বতনের উত্তম আচরণে শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পায়।
- সাফল্য অর্জনে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।
- অপরদিকে খারাপ আচরণ অফিস পরিবেশ নষ্ট করে।
- আমার খারাপ আচরণ যখনই কারো স্মৃতিতে আসবে- সে যে ব্যথা পায় এটাই বদ দোয়া। আর আমার ভাল আচরণ কারো মনে যে আনন্দ দেয় এটাই দোয়া।

কাজের স্বীকৃতি প্রদান

কাজের স্বীকৃতি দেয়া উচিত। কিছুই হয়নি, আপনাকে দিয়ে হবে না-এসব কথা বললে মনোবল নষ্ট হয়। বরং আমরা বলবো ভালই করেছেন। কাজ চালিয়ে যান-কাজ করলে ভুল হবেই। এভাবে বললে কাজের উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়।

উন্নয়ন কর্মে সক্রিয় অংশ গ্রহণ

- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় এর গতিশীল নেতৃত্ব, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সততা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কেবলমাত্র জুলাই'১৫ হতে ডিসেম্বর'১৭ পর্যন্ত ৩০ মাসে ৯৩ লক্ষ গ্রাহক/পরিবারকে সংযোগ দিয়ে যুগান্তকারী উন্নয়নের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ডিসেম্বর-২০১৮ এর মধ্যে ৪৬০টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হবে ইনশাআল্লাহ।
- যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ মহান কাজ সম্পন্ন হবে জাতি যুগযুগ ধরে তাদের স্মরণ করবে। উঁচু মনোবল, কঠোর পরিশ্রম, সততা, দক্ষতা ও পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে এ মহান কাজে অংশ গ্রহণ করে আমরাও নিজেদেরকে গর্বিত অংশীদার করতে পারি।

আমাদের করণীয়

- দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে ;
- দৃঢ় নৈতিক মনোবলের অধিকারী হতে হবে ;
- সকল কাজে সততাকে লালন ও অনুসরণ করতে হবে;
- ধর্মীয় অনুশাসন মেনে জীবন-যাপন করতে হবে ;
- আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যয় করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে ;
- সব সময় প্রতিষ্ঠান এর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে ;
- সৎ উপায়ে উপার্জন করতে হবে ;
- সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, প্রথা ও নীতির প্রতি আনুগত্য থাকতে হবে ;
- মানুষের উপকার করার মানসিকতা থাকতে হবে;
- সহকর্মীদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে ;
- সুদৃঢ় মনোভাব, উঁচু মনোবল, ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

উপসংহার

- দেশকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ। প্রতিষ্ঠানকে আমরা নিজের প্রতিষ্ঠান মনে করবো। **সততা, দক্ষতা, আন্তরিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, লোভ লালসামুক্ত হয়ে কাজ করলে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠিত হবে।** বাংলাদেশ একটি দুর্নীতিমুক্ত সুখী সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবে। আর ইহাই শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য।

- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ২০১৬ সালের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ উপলক্ষে দেশের সেরা বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি পেয়েছে। তদ্রুপ শুদ্ধাচার প্রতিপালন করে আমরা দেশের সেরা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করতে পারি।

ধন্যবাদ